ইসলামী আদালত
(৬)
নির্জনতা অবলম্বনের শাস্তি

আব্দুল হামীদ মাদানী

অনেক পরিবার আছে, যারা দেশে পর্দা মানে না, তারা এ দেশের এয়ারপোর্টে নেমে পর্দানশীন হয়ে যায়। অবশ্য ফ্লাটের ভিতরে কারো সাথে পর্দা থাকে না। আসলে তা হল আইনের চাপে ভয়ের পর্দা, লোক-দেখানি পর্দা। এ পর্দা অমুসলিমরা; বরং এখানকার বেশ্যারাও করে।

শরয়ী পর্দা হল, চিরদিনকার জন্য যার সাথে বিবাহ হারাম, কেবল তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখা না দেওয়া। কিন্তু সে পর্দা আর ক'জন মহিলা করে? আর তা করা কঠিনও তো বটে।

কিন্তু অনুরূপ এগানা ছাড়া কোন বেগানার সাথে নির্জনতা অবলম্বন বর্জন করা ততটা কঠিন নয়। যেমন পর্দার সাথে হলেও একাকীত্ব অবলম্বন করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান থেকো।" এ কথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু দেওর সম্বন্ধে আপনার মত কি?' তিনি বললেন, "দেওর তো মৃত্যুস্বরূপ।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

নবী ﷺ বলেন, "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" আমরা বললাম, 'আর আপনারও রক্ত-শিরায়?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও রক্ত-শিরায়। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

কিন্তু অনেক মহিলা 'পর্দা নিজের কাছে' বলে সেসব আইনকে পরোয়া করে না। আর তার জন্য শাস্তি আছে সউদী আদালতে। আর পরকালের আদালতে আছেই।

এক দম্পতির সন্তান নেই। তারা বেশ সুখেই বাস করছিল। কিন্তু দেশের মত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আসা-যাওয়া নেই বলে মহিলার মন ছটফট্ করে। বিশেষ ক'রে স্বামী ডিউটিতে থাকলে এবং সে ঘরভরা ভাই-বোনবিশিষ্ট পরিবারের মেয়ে হলে একাকিনী থাকা বড় কষ্টকর হয় তার।

পরবর্তীতে তার দেশের এক দম্পতির সাথে পরিচয় হয় এবং আসা-যাওয়া শুরু হয়। সেই দম্পতির ছেলে বড়। তার বয়স ১৪ কি ১৫ হবে। সেই ছেলে ঐ মহিলাকে আন্টি বলে। মা-বাপের সাথে আসে যায়। আবার কখনো একা এসেও আন্টিকে কিছু দিয়ে যায়, তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে যায়। স্বামী বাসায় না থাকলেও সে আসে। আন্টি দরজা খুলে দেয়, ভাইপো বা ভাশুরপোর মতো তাকে দেখে, কিন্তু পর্দা করে না।

কখনও আসে কিছুক্ষণ বসে, আন্টির সাথে গল্প করে। আন্টি চা বানিয়ে দেয়। চা খায় ও গল্প করে। এতে উভয়কে অবশ্যই ভাল লাগে। অবশ্য খারাপ কিছু নেই তাতে। না এর মনে, আর না ওর মনে।

গৃহস্বামী বাসায় থাকে না, সেই সময় একজন আজনবী বেগানা যুবক বাসায় প্রায় প্রবেশ করছে দেখে পাশের ফ্লাটের একজন ঈর্ষাবান পুরুষের ঈর্ষা হয়। সে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ ক'রে দেয়। যথা সময়ে সেই বাসার প্রতি নজর পড়তেই অফিসের লোক বাড়িতে কলিং বেল বাজায়। বেরিয়ে আসে যুবক।

--কে তুমি?

--আমি অমুক।

--বাবার নাম কি?

--অমুক।

--এ বাসা কি তোমাদের?

--জী না।

--তাহলে তুমি এখানে কেন?

--দরকারে আন্টির কাছে এসেছি।

--বাসায় আর কে আছে?

--খালি আন্টি আছে।

--আন্টির স্বামী কোথায়?

--তার অফিসে।

--কতদিন থেকে তোমাদের আসা-যাওয়া?

--অনেক দিন থেকে।

--তোমার আন্টিকে বোরকা পরে আসতে বল।

অতঃপর দু'জনকেই গাড়িতে তুলে অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। ওদিকে মহিলার স্বামীকে তার অফিস থেকে ধরে আনা হল। মামলা গেল কোর্টে।

--(যুবককে) কেন তুমি ওদের বাসায় আসতে?

--এমনিই।

--তোমার সাথে কি আন্টির কোন যৌন-সম্পর্ক আছে?

-- না, না। ও আমার আন্টি হয়। ওকে আমি মায়ের মত শ্রদ্ধা করি।

--মা বা বোনের মত শ্রদ্ধা করলেই কি এগানা না হলে কোন মহিলার কাছে নির্জনে আসা-যাওয়া চলে?

--তা জানি না।

অনুরূপ প্রশ্ন মহিলাকেও করা হল। তাদের বয়ান মতে তাদের আপোসে কোন যৌন-সম্পর্ক নেই---সে কথা পরিষ্কার হল। অতঃপর স্বামীকে প্রশ্ন করা হল, 'ওই ছেলে যে তোমার অবর্তমানে তোমার বাসা যাতায়াত করে, তা কি তুমি জানতে?

--জী, জানতাম।

--তাহলে তুমি বাধা দাওনি কেন, তোমার কি কোন ঈর্ষা নেই?

--আমাদের দেশে এই শ্রেণীর যাতায়াত স্বাভাবিক। আর ও যেহেতু আমার স্ত্রীকে আন্টি বলে জানে। অতএব সেখানে ঈর্ষার কিছু নেই।

--ওই মহিলা যদি ওর আপন চাচীও হত, তবুও ওইভাবে একাকীত্ব অবলম্বন করা জায়েয হতো না। তাহলে তুমি কি 'দায়্যুস' নও? মহানবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ (যে তার স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে) এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।" *(নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে' ৩০৬৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

স্বামী বলল, 'আমার ভুল হয়েছে।'

কিন্তু আদালতে তার শাস্তি আছে। প্রত্যেককে ৩০টি ক'রে বেত্রাঘাত এবং ঐ আন্টি ও যুবককে সফর।

প্রিয় পাঠক! এই আলোকে আপনি আমাদের দেশের পরিবেশ আন্দাজ করতে পারেন। এই শ্রেণীর কত নির্জনতা চলে---শুধু চাচী-মামীর সাথে নয়; বরং চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই-বোন, ভাবী-দেওর, শালী-বুনাই, টিউটর-ছাত্রী প্রভৃতির মাঝে। অথচ আমরা এই শ্রেণীর নির্জনতাকে কিছুই মনে করি না। উল্টে কেউ অবৈধতার কথা জানাতে গেলে তাকে 'গোঁড়া' বলা হয়। কিন্তু আসলে তারা হাদীস অনুসারে 'ভেঁড়া' বা 'মেড়া' নয় কি?